দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/MT24009

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকার ও এ প্রসঙ্গে আমাদের দায়িত্ব
(Moral Rights of Future Generations and Our Responsibilities in this Context)

তাসলিমা আক্তার*

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভাবনীয় অগ্রগতির কল্যাণে মানুষ আজ বর্তমান কর্মকাণ্ডের পরিণতি ও সে অনুযায়ী ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়নের সক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের শোষণমূলক বা কর্তৃত্বমূলক আচরণ মানবজাতির অস্তিত্বের সাথে সাথে স্বয়ং পৃথিবীর অস্তিত্বকেও সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশের প্রতি শোষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম কারণ হচ্ছে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও আচরণের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্যের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার এবং তাদের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্বের বিষয়টি অনেক নীতিদার্শনিকের চোখ এড়ায়নি। এরমধ্যে অন্যতম হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বর্তমান প্রজন্মের উপর কোনো ধরনের অধিকার আছে কি? যদি উত্তরটি সদর্থক হয় তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদের অধিকারের বিষয়টি যৌক্তিক ও নৈতিক বলে গণ্য করা হয়? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কি ধরনের দায়িত্ব রয়েছে? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সামাজিক ও পরিবেশ ন্যায্যতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি থাকলেও অধিকাংশ পরিবেশবিদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব এবং বর্তমান প্রজন্মের উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকারকে সমর্থন করেন। কারণ, বর্তমান প্রজন্মের কার্যাবলি, পরিবেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং নীতিমালার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে হলো, বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং নৈতিকতার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে সাহায্য করা, যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংকট উত্তরণের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম কর্তৃক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারে। এই প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকার এবং বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, সেই

---

* সাবেক এম ফিল গবেষক ও শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইলঃ taslima.ak9@gamil.com

বিষয়টিকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবো। কারণ আমরা জানি অধিকার ও দায়িত্ব একই মুদ্রার দুটি দিক মাত্র। অর্থাৎ, অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব।

মূল শব্দ: ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ ন্যায্যতা, নৈতিক অধিকার, নৈতিক দায়িত্ব।

[**Abstract:** Advancement in scientific knowledge and technological tools provided us with the unique capability to predict the outcomes of our actions and to mold our future. It is unfortunate that profusion of knowledge could not stop the present generation from perpetrating actions that threaten not only the existence of humans but also the planet itself. The fundamental factor of the exploitative or authoritative approach to nature is the gap between moral values and the practical implementation of these values. The sheer disparity between our knowledge and actions introduced intricate and compelling philosophical and ethical questions regarding the present generation's actions and the rights of future generations. For example, do future generations have rights on present generations? If yes, on what basis their rights are considered to be logical and ethical? Do we have any duty to future generations?

Rights of future generations are inextricably related to social and environmental justice. There are many arguments on whether future generations have rights or not but most environmentalists support that future generations have moral rights on present generations because actions, decisions and policies regarding the environment taken by present generations will impact positively or negatively on future generations. The purpose of this paper is to bridge the gap between theoretical knowledge and moral values to construct a positive and respectful approach to nature so that the present generation can resolve environmental crises and leave a habitable planet for the future generations. Since we know that rights and duties are reciprocal, in this paper, I will try to show that future generations have moral rights on present generation and present generations are morally obligated to bequeath a habitable world for the future generations].

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে পরিবেশ আন্দোলনের সাথে সাথে পরিবেশ ন্যায্যতার বিষয় হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কেউ কেউ বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ পরিবেশ দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য একটি পৃথিবী রেখে গেলেও বর্তমানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। আর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে বর্তমান প্রজন্মের প্রকৃতি পরিপন্থী জীবনাচরণ। জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ প্রকৃতি সরবরাহ করলেও মানুষের কর্তৃত্ববাদী আচরণের কারণে নানা ভাবে প্রকৃতি তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থেকে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মানুষকে 'প্রমিথিউস মানুষে' (Nasr, 1996, p.176) পরিণত করেছে। যে মানব প্রজাতি একসময় প্রকৃতির অন্যান্য প্রজাতির মতো প্রকৃতির একটি অংশ ছিলো মাত্র আজ সে নিজেকে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা মানুষকে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ফলে মানুষ তার ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়নে সক্ষম হলেও তাদের কার্যাবলি পরিবেশ বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের ফলে মানুষের সাথে সাথে স্বয়ং এই গ্রহের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

সম্ভাব্য ফলাফল অনুমানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনবরত পরিবেশকে দূষিত ও প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ করে চলেছি। প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, প্রতিনিয়ত বায়ু, পানি ও মাটির দূষণ ও শোষণ, অবিরত বৃক্ষনিধন ইত্যাদির ফলস্বরূপ ঘূর্ণিঝড়, অতিবন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সাথে মরুকরণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, এসিড বৃষ্টি, বনাঞ্চল ধ্বংস, বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থান ধ্বংস ও প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। এ সকল পরিবেশগত বিপর্যয়ের পাশাপাশি পরিবেশগত অন্যায্যতা, পরিবেশগত বর্ণবাদ, বাসস্থান স্থানান্তরের মতো নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে জীবন যাপন করছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিবেশের প্রতি মানুষের শোষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান ও আচরণের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্যের ফলে

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার এবং বর্তমান প্রজন্মের তাদের প্রতি দায়িত্বের বিষয়টি নিয়ে অনেক নীতিদার্শনিক প্রশ্নের উত্থাপন করেন। এরমধ্যে অন্যতম হলো বর্তমান প্রজন্মের প্রতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো ধরনের অধিকার আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে কোন নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাদের অধিকারের বিষয়টি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের কী কী দায়িত্ব রয়েছে? এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো আমাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং নৈতিকতার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরী করা। এই প্রবন্ধে উক্ত প্রশ্নাবলির একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী পাওয়ার নৈতিক অধিকার রয়েছে এবং তদানুযায়ী বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া নৈতিক দায়িত্ব।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংক্রান্ত পক্ষে-বিপক্ষে মত

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলতে সেই সকল সম্ভাব্য মানুষদেরকে বোঝায় যারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই এবং বর্তমান প্রজন্মের পরে যারা এই পৃথিবীতে বাস করবে। আমাদের উপর বর্তমান প্রজন্মের পরবর্তী অন্তত ৭ম প্রজন্মের নৈতিক অধিকার রয়েছে এবং আমাদের তাদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। এই পৃথিবীতে জীবনধারণ এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবশ্যিক সকল জিনিসের উপর বর্তমান প্রজন্মের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারও রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমান সুযোগ, দূষণমুক্ত পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানি, পরিস্কার বায়ু, শব্দ দূষণমুক্ত পৃথিবী ইত্যাদি তাদের নৈতিক অধিকার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের সাথে সম্পর্কহীন এবং অপরিচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কীভাবে আমাদের উপর অধিকার থাকতে পারে? অন্যথায় বলতে গেলে আমরা কেন তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবো? তাদের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী পাওয়ার দাবীর ভিত্তি কী? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের বিষয়টির বহুমাত্রিক জটিলতা রয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হলো তারা বর্তমানে অস্তিত্বশীল নয়। বর্তমানে অস্তিত্বশীল না হওয়ার কারণে আমরা তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারি না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে আমাদের সম্পর্ক একপাক্ষিক এবং তাদের সাথে আমাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত কোন সম্পর্ক নেই। তারা আমাদেরকে তাদের অধিকার খর্ব করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলে কিংবা অধিকার রক্ষা করায় প্রশংসা করলেও আমরা তখন উপস্থিত থাকবো না। তাদের প্রতি আমরা দায়িত্ব পালন করলেও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আমাদের ত্যাগের কোন মূল্য থাকে না। এছাড়াও, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রক্ষায় কারা ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। কিংবা, প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কত প্রজন্ম পর্যন্ত নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ থাকবো? (Uddin, 2004, pp. 69-70)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার আছে কিনা এ সংক্রান্ত পক্ষে-বিপক্ষে চিন্তাবিদগণ নানা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে যুক্তিগুলোকে দুইটি ভাগে সাজিয়ে বিশেষ কয়েকজন চিন্তাবিদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করব (Jardins, 2013, p. 78)।

এগুলো হলো-

১। অজ্ঞতার যুক্তি (Arguments from Ignorance)

২। অদৃশ্য ভোগস্বত্বাধিকারী যুক্তি (Arguments from Disappearing Beneficiaries)

অজ্ঞতার যুক্তি (Arguments from Ignorance)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অজ্ঞতার যুক্তি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তি (Uddin, 2004, p.75)। অজ্ঞতার যুক্তি অনুসারে, আমরা ভবিষ্যতের মানুষ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানিনা। আমরা ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জানিনা এবং আমরা এটাও জানিনা যে ভবিষ্যৎ মানুষের সংখ্যা কত হবে। ভবিষ্যৎ মানবজাতি আমাদের সামাজিক আদর্শসমূহ ধারণ করবে কিনা অথবা আমাদের নৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ হবে কিনা সেই বিষয়েও সংশয় রয়েছে। আমেরিকান প্রফেসর জার্ডিন্স (J.R.D. Jardins) তাঁর *Environmental Ethics* গ্রন্থে যুক্তিটি তুলে ধরেন এভাবে-

> "We do not know who they will be, that they will be, what they will be like, or what their needs, wants, or interests will be" (Jardins, 2013, p. 78)।

অর্থাৎ, আমরা জানিনা তারা কে হবে, আদৌ তারা অস্তিত্বশীল হবে কিনা, তারা কেমন হবে, কিংবা তাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা বা পছন্দ কি হবে। আমরা এসকল বিষয় জানি না। কারণ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে আমরা একই সময়ে একই ধরনের জীবন যাপন করি না। যেহেতু, তাদের চাহিদা ও পছন্দ সম্পর্ক আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত সেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুমানকৃত চাহিদার জন্য বর্তমান প্রজন্মের বাস্তব চাহিদা ত্যাগ করার আশা করা যায় না। সুতরাং, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের কোন দায়িত্ব নেই।

আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং লেখিকা এন এরলিস (Anne Ehrlich) ও আমেরিকান জীববিজ্ঞানী পল এরলিস (Paul Ehrlich) তাঁদের *The Population Bomb* গ্রন্থে এবং আমেরিকান রাষ্ট্র দার্শনিক গ্রেগরি কাভাকা তাঁর 'The Futurity Problem' প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেন। অজ্ঞতার যুক্তি সমর্থকদের মতানুসারে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ বর্তমানে অস্তিত্বশীল নয়। তারা বাস্তব সত্তা নয় বরং ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সত্তা। তাদের প্রকৃতি কেমন হবে,

তাদের সংখ্যা কত হবে, তাদের জীবনধারণের উপায় এবং জীবন যাপনের গতিপথ কেমন হবে তা আমাদের অজানা। আমরা জানি না তারা আমাদের সামাজিক ধারণাগুলোকে ধারণ করবে কিনা কিংবা যদি করেও তাহলেও আমরা নির্ধারণ করতে পারি না কতগুলো প্রজন্ম আমাদের নৈতিক সমাজের সদস্য হবে। কাভাকার মতে, সময়ের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক দূরবর্তী বলে আমরা ভবিষ্যতের মানুষের কামনা-বাসনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না। আমাদের পূর্ব পুরুষদের সাথে আমাদের যেমন জীবনযাপনের ধরনে পার্থক্য রয়েছে তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে আমাদের কামনা-বাসনা বা চাহিদার এবং জীবনযাপনের ধরনে বিস্তর তফাৎ হতে পারে। এ কারণে বর্তমানে অস্তিত্বশীল মানবপ্রজাতির প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল মানুষের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাভাকার মতে, ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠী একটি অনিশ্চিত সম্ভাব্য ধারণা মাত্র এবং এরকম কোন সত্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণে সম্পদের ব্যবহার না করে মিতব্যয়ী হওয়াটা কিংবা নিজের চাওয়া পাওয়া উৎসর্গ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ রেখে দেওয়া কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি মনে করেন, অপ্রতুল সম্পদের উপর বর্তমান প্রজন্মের অধিকার অগ্রাধিকারযোগ্য কেননা বর্তমান প্রজন্মকে বঞ্চিত করে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত প্রজন্মের অধিকার রক্ষা করা নৈতিক দিক থেকে প্রশ্ন সাপেক্ষ (খানম, ২০০৯, পৃ. ১০৬-১০৭)।

কিন্তু কাভাকার এ মতের সাথে অনেক পরিবেশ দার্শনিকই একমত পোষণ করেন নি। যেমন আমেরিকান রাজনীতিবিদ এবং আইনবিদ জুয়েল ফিনবার্গ এ যুক্তির বিরোধিতা করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী পাওয়ার অধিকারকে স্বীকার করেন। জুয়েল ফিনবার্গের মতে, কিছু মানুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অস্বীকার করেন কারণ তারা একধরনের অনিশ্চিত অধিবিদ্যার, "falling into an obscure metaphysics"[১] (Feinberg, 1981, p. 147) আশঙ্কা করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, ভবিষ্যৎ মানুষ দূরবর্তী ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হবে যারা আমাদের কাছে অজানা কারণ তাদেরকে চিহ্নিত করা যায় না। তারা সম্ভাব্য সত্তা যাদের অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য কার্যকরভাবে আবশ্যিক কতগুলো ঘটনা ঘটতে হবে এবং বিবেচনাযোগ্য সময় অতিক্রান্ত হতে হবে। কিন্তু ফিনবার্গ বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব অনিশ্চিত নয়। স্বাভাবিক ঘটনার অংশ হিসেবেই আমাদের বংশধরগণ সম্ভাব্য সত্তা থেকে বাস্তব সত্তায় রূপান্তরিত হবে। দূরবর্তী মানুষের অস্তিত্বশীল হওয়া কেবলমাত্র একটি সময়ের ব্যাপার। অজ্ঞতার যুক্তি দৃঢ়ভাবে বলার চেষ্টা করে যে বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত নেই যারা আমাদের উপর অধিকার দাবী করতে পারে কিংবা আমরা যাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি। কিন্তু দ্বিমত পোষণ করে ফিনবার্গ যুক্তি দেন যে, যদিও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বর্তমানে উপস্থিত নেই এবং আমরা তাদেরকে সঠিকভাবে কল্পনা বা চিহ্নিত করতে পারি না তবুও তাদের অধিকারের দাবীকে

খর্ব করা যায় না। কারণ, বর্তমানে তাদের মুখপাত্র হিসেবে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অনেকেই অকাট্য যুক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

সহজাত জ্ঞান থেকে বলা যায়, জীবন এবং স্বাস্থ্যের অধিকার নিছক আরামদায়কতার অধিকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে এটা মেনে নেয়া যায় না যে, বর্তমান প্রজন্মের আরামদায়ক জীবনের অধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক অধিকারকে তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করা যায়। ভবিষ্যৎ মানব সত্তা যেমনই হোক বা যেমন হওয়ার প্রত্যাশাই করা হোক না কেন আমরা তাদের স্বার্থকে ভালো কিংবা খারাপ উভয় ভাবেই প্রভাবিত করতে পারি। বর্তমানে যদিও তাদের পরিচয় আবশ্যিকভাবে অস্পষ্ট, কিন্তু তাদের স্বার্থের মালিকানা সুস্পষ্ট এবং তাদের অধিকার সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করার জন্য এটাই যথেষ্ট। অজ্ঞতার যুক্তির জবাবে একটি সহজ যৌক্তিক উত্তর হলো- এটা যথার্থ যে, যদিও আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্পর্কে খুব কম জানি অথবা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নই কিন্তু একটা সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য কি কি অত্যাবশ্যক সে সম্পর্কে আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক আর্নেস্ট পেট্রিজের মতটি[২] বিবেচনায় আনা যেতে পারে। তাঁর মতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেমনই হোক না কেন, চাওয়া পাওয়ার যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন কতগুলো মৌলিক প্রয়োজনকে আমরা কোনভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। যেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জৈবিক শর্ত পূরণ করতে হবে। নৈতিক কর্তা হিসেবে তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা, চেতনাবোধ, যৌক্তিক সক্ষমতা এবং সৌন্দর্যবোধ থাকবে। তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং ন্যায্যতার ধারণা থাকবে। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের একটি সঠিক বাস্তুতন্ত্র প্রয়োজন হবে। এছাড়াও, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন একটি গোষ্ঠী প্রয়োজন হবে যারা তাদের সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে এ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলি থেকে উত্তরণে সহায়তা করবে (Uddin, 2004, pp. 73-74)। পেট্রিজকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, আমরা অন্তত একটা মাত্রা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও স্বার্থ সম্পর্কে জানতে পারি যেগুলো বেঁচে থাকার জন্য তাদের অবশ্যই প্রয়োজন হবে। হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিল্প কিংবা সাহিত্যে আমাদের থেকে ভিন্ন হবে। কিন্তু, কিছু বিষয় রয়েছে (যেমন বিশুদ্ধ বাতাস ও পানি, সহনীয় জলবায়ু, দূষণ এবং ব্যাধি থেকে সুরক্ষা ইত্যাদির মতো কিছু মৌলিক বিষয়) যেগুলো সকল সময়ের, সকল প্রজন্মের মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে, তারা এই পৃথিবীতেই বাস করবে যেখানে জীবনধারণের জন্য তাদের বিশুদ্ধ বাতাস, পরিষ্কার পানি, জ্বালানি, পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হবে (Jardins, 2013, p.79)।

অজ্ঞাত স্বত্বাধিকারী যুক্তি (Arguments from Disappearing Beneficiaries)

অজ্ঞাত স্বত্বাধিকারী যুক্তি অনুসারে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অস্তিত্বশীল করতে আমরা দায়বদ্ধ নই এবং তাদের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের কথা বলাই অর্থহীন। এর কারণ হলো এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নেই যার প্রতি দায়িত্ব পালন করার কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠী বাস্তব নয়- শর্তসাপেক্ষ, সেহেতু তাদের অস্তিত্বশীল করা বাধ্যতামূলক নয়। এ যুক্তি অনুসারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অস্তিত্বশীল করার দায়িত্ব অস্বীকার করার সাথে সাথে অন্যান্য দায়িত্বও অস্বীকার করা হয়। এ যুক্তির প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই গ্রেগরী কাভাকার ক্ষেত্রে। গ্রেগরী কাভাকা 'The Futurity Problem' প্রবন্ধে এ যুক্তিকে সমর্থন করে বলেন যে, যাদের প্রতি আমাদের কার্যাবলীর প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নয়, শূণ্য সত্তা এবং তারা এখনো অদৃশ্য ভোগস্বত্বাধিকারী। যেহেতু তারা অদৃশ্য ভোগস্বত্বাধিকারী, যাদের মুখোমুখি আমরা কখনো হইনি বা ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের প্রতি দায়িত্বের বিষয়টি অর্থহীন (খানম, ২০০৯, পৃ. ১০৮-১০৯)।

আমেরিকান অধ্যাপক থমাস শোয়ার্টজ 'Obligations to Posterity' প্রবন্ধে এ যুক্তিটি প্রথম তুলে ধরেন এবং তিনি মনে করেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। তিনি বলেন-

> "We have no obligation extending indefinitely or even terribly far into the future to provide any widespread, continuing benefits to our descendants" (Schwartz, 1978, p. 3)।

শোয়ার্টজ এর মতে, আমাদের অব্যবহিত পরের প্রজন্ম ছাড়া দূরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। কারণ, সেই সময়ের মানবগোষ্ঠী সম্ভাব্য গোষ্ঠী যাদের পরিচয় অজ্ঞাত, যাদের অস্তিত্বশীল হওয়া আমাদের বর্তমান পছন্দের উপর নির্ভর করে এবং অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ বর্তমানে তাদের কোন অধিকার নেই। অস্ট্রেলিয়ার দার্শনিক জন পাসমোরও (John Passmore) মনে করেন যে, আমাদের দায়িত্ব শুধু অব্যবহিত প্রজন্ম পর্যন্ত এবং দূরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব বাহুল্যপূর্ণ (Superfluous)[৩]। তিনি 'chain of obligation'[৪] এর কথা বলেন। তাঁর মতে, আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালন করবো, তারা তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে বর্তমান প্রজন্ম কর্তৃক দূরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালন অপ্রয়োজনীয়, কেননা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়বস্তু ইতিমধ্যেই দায়বদ্ধতার ধারায় অন্তর্ভুক্ত (Attfield, 2014, p.104)। কিন্তু এই যুক্তিটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এই যুক্তিকে অস্ট্রেলেশিয়ান দার্শনিক ও নীতিবিদ রিচার্ড এবং ভ্যাল রাউটলি (Richard and Val Routley) 'Nuclear Energy and Obligations to the

Future' প্রবন্ধে সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, এমন অনেক কাজ আছে যার প্রভাব দেরিতে বোঝা যায় এবং যেগুলো হয়তো অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপকারী এবং তাদের উপর কোন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু দূরবর্তী সময়ের প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে/প্রভাব ফেলবে। যেমন নিউক্লিয়ার এনার্জির প্রভাব সম্পর্কে আমরা এখনো নিশ্চিত নই। তাছাড়া, অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমহ্রাসের এক পর্যায়ে গিয়ে হয়তো কোন সম্পদই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তারা যে সকল আদর্শিক তত্ত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অস্বীকার করে এবং শুধুমাত্র অব্যবহিত প্রজন্মের অধিকার স্বীকার করে সেগুলোও সমালোচনার উর্ধ্বে নয় বলে মনে করেন।

রিচার্ড এবং ভ্যাল রাউটলি একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তারা এমন একটা ভ্রমণ কল্পনা করতে বলেছেন যেখানে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি জনাকীর্ণ দূরপাল্লার ট্রেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চলেছে। ধরা যাক, কেউ একজন অত্যন্ত বিষাক্ত এবং বিস্ফোরক গ্যাস সম্পন্ন কিংবা তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন একটি কনটেইনার একটি ট্রেনে করে প্রেরণ করলো। যদি ট্রেনটি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে কন্টেইনারটি থেকে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই গ্যাস বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় কিংবা কেউ স্বেচ্ছায় অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে বা ভুলভাবে পরিচালনা করে কিংবা কেউ মালামাল চুরি করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে দুর্ঘটনাটি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেকোন ধরনের বিস্ফোরণ কিংবা যেকোন ভাবে গ্যাস বের হলে ট্রেনটির যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বা মারা যেতে পারেন। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কি প্রেরক কর্তৃক বিস্ফোরক দ্রব্য পাঠানোর এই কাজটাকে যথাযথ বলা যাবে? তারা এর উত্তরে বলেন যে, এ কাজটিকে কোনভাবেই যথার্থ হয়েছে বলে মনে করার কোন সুযোগ নেই। তারা মনে করেন এ কাজের জন্য প্রেরককে মানুষ নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করবে। ধরা যাক, প্রেরক দাবী করলেন যে তিনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতেন না কিংবা বিস্ফোরণ ঘটার কারণে কারা পরিস্থিতির স্বীকার হতে পারেন তাও জানতেন না। অথবা প্রেরকের এভাবে পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় তার জন্য ছিল না বা সুযোগ ছিল না। অজ্ঞতা কখনও কোন ব্যক্তিকে নৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য অর্থাৎ- ট্রেনের যাত্রীদের ক্ষতির কারণ হিসেবে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রেরককেই দোষী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। একই ভাবে, বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা কি হবে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সদস্য কারা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না পেলেও আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখাতে পারি না (Routley, 1981, p. 278)।

স্বাভাবিক ভাবেই এটা বোধগম্য যে, অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের অর্থ হলো অন্যদের ব্যবহারের জন্য সেগুলোর প্রাপ্যতা বা উপযোগিতা হ্রাস পাওয়া অথবা তার

প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত করা। যদি বর্তমান প্রজন্মের নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকে তাহলে একইভাবে দূরবর্তী প্রজন্মের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (Jardins, 2001, p. 84)। আমেরিকান দার্শনিক জেমস স্টারবা 'The Welfare Rights of Distant People and Future Generations' প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, আমরা আমাদের অব্যবহিত প্রজন্মের নৈতিক অধিকার এবং তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে যেভাবে যৌক্তিক বলে স্বীকার করি, সেভাবেই দূরবর্তী প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী পাওয়ার নৈতিক অধিকার এবং আমাদের নৈতিক দায়িত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে অনুন্নত দেশগুলোর অচেনা ও সম্পর্কহীন মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমানে অনস্তিত্বশীল এবং অচেনা হলেও বেঁচে থাকার আবশ্যক শর্তাদি অজানা নয় বলে তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করতে পারি না। স্থানিক দূরত্বের ভিত্তিতে দায়িত্ব অস্বীকার করা যে কারণে অযৌক্তিক, একইভাবে কালিক দূরত্বের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করাও অনৈতিক। স্থানিক দূরত্বের মতই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, তা যত দূরবর্তীই হোক না কেন।

নিউজিল্যান্ডের নারীবাদী দার্শনিক এনেট বেয়ার (Annette Baier) 'For the Sake of Future Generations' প্রবন্ধে অদৃশ্য ভোগসত্তাধিকারী যুক্তিটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভিন্নভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন একটা অবস্থার উল্লেখ করেন যেখানে ভবিষ্যৎ মানবপ্রজাতি হয়তো আমাদের দোষারোপ করতে পারে এ কারণে যে, একটা বসবাস অনুপযোগী পৃথিবীতে এনে তাদেরকে একটি ভোগান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে বাধ্য করে আমরা তাদের ক্ষতি করেছি। তর্কসাপেক্ষে বলা যায়, এমনকি দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনের চেয়ে অস্তিত্বশীল না হওয়াটাকেই হয়তো তাদের কাছে শ্রেয় মনে হতে পারে। এরকম পরিস্থিতি কল্পনা করা অসম্ভব নয়, কেননা বর্তমানেও এরকম পরিস্থিতি বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনবহুল দরিদ্র্য দেশের জনগণ এমন মানবেতর জীবনযাপন করে যে, তাদের কষ্টকর জীবনযাত্রা আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে যে তারা কখনো জন্ম না নিলেই বরং ভালো ছিলো। তদ্রুপ, ভবিষ্যৎ মানবপ্রজাতিও দূষিত ও সমস্যা জর্জরিত এই গ্রহে জন্মানোর চেয়ে না জন্মানোটাকেই শ্রেয় বলে মনে করতে পারে। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে, ভবিষ্যৎ মানবপ্রজাতিকে আমরা ভোগান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফেলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করব না বরং তাদের অধিকার ভঙ্গ করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বঞ্চিত করবো। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে যারাই অস্তিত্বশীল হোক না কেন তাদের প্রতি আমাদের নূন্যতম নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবো। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। কারণ, তারা ভবিষ্যতে যখন

অস্তিত্বশীল হবে তখন আমাদের কিছু কিছু কার্যাবলীর কারণে তাদের নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকার বিপন্ন হওয়ার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমাদের দায়বদ্ধতা ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি নয় বরং সেই সকল সুবিধাবলীর প্রতি যেগুলো ভবিষ্যতে যারাই অস্তিত্বশীল হোক না তারা ভোগ করবে। এ কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীতে না আনার বিকল্পটি গ্রহণ করা যায় না (Jardins, 2013, p. 80)। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্মগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

অনেকে যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমানে অনস্তিত্বশীল সত্তা যাদের সাথে আমরা সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ নই এবং দূরবর্তী ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠী আমাদের স্বার্থ পূরণে কোন কাজ করতে পারবে না। তাই নৈতিকভাবে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা কিংবা আমাদের উপর তাদের কোন দাবী থাকতে পারে না। এ ধরনের চিন্তা ভাবনা "মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদ" (Psychological egoism)[৫] নামে পরিচিত একটি শক্তিশালী দার্শনিক ধারায় গ্রথিত। প্রাচীন গ্রীক (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকের) সোফিস্ট থেকে শুরু করে থমাস হবস ইংরেজ দার্শনিক (Thomas Hobbes) এবং সমকালীন সময়ে অর্থনীতিবিদদেরকে এই মতবাদ প্রভাবিত করছে। এই ধারা অনুযায়ী, যৌক্তিক মানুষ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে। মানুষ একান্ত নিজের স্বার্থের পরিবর্তে অন্যের স্বার্থকে রক্ষায় কাজ করতে পারে তা এই মতবাদ স্বীকার করে না। সংকীর্ণ অর্থে, এই মতবাদ দাবী করে যে মানুষমাত্রই স্বার্থপর। এমনকি এই মতবাদ অনুসারে, যখন কেউ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করে কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কাজ করে তখন সেই ব্যক্তি সম্মান অথবা শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য কিংবা আয়কর পরিশোধের হাত থেকে বাঁচার জন্য করে। এভাবে মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদ বন্ধুত্ব বা পরার্থপরতার মতো সদগুণকেও চুক্তিমূলক ভিত্তির উপর দাঁড় করায়।

এই মতবাদ স্পষ্টতই মানব প্রকৃতিকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মানুষ যদি অন্যদের স্বার্থ রক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হতো তাহলে বন্ধুত্ব, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা, ত্যাগ, সততার মতো আরো অনেক সদগুণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেগুলো মানুষ নিজের স্বার্থে নয় বরং অপরের স্বার্থে চর্চা করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতিনিয়ত এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রায়শই মানুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ চিন্তা করে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরানভূমি রক্ষা করা, বন এবং সমুদ্র উপকূল সংরক্ষণ, বিভিন্ন পার্ক, যাদুঘর এবং পাঠাগার স্থাপন করা, বিভিন্ন গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করা, শিল্পকারখানার উন্নয়ন কিংবা জাতীয় প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাপনকে সহজ ও সুরক্ষিত করা। এছাড়া, বেসরকারি পর্যায়ে, দাতব্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি উপযুক্ত এবং মানবিক পৃথিবী উপহার দেয়ার

অনুপ্রেরণা। ব্যক্তিগতভাবেও আমরা এমন অনেক কাজ করি যার সুফল পাওয়া অব্যবহিত প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে নয় বরং দূরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি চিন্তা থেকেই করি (Jardins, 2013, p. 86)।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে কিংবা অদূরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আরোপ করে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। স্থানিক দূরত্বের ভিত্তিতে দায়িত্ব অস্বীকার করা যেমন অনৈতিক সেভাবে কালিক দূরত্বের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করাও অনৈতিক। স্থানিক দূরত্ব যেমন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তা সময়ের দিক থেকে যত দূরবর্তীই হোক না কেন। যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন তাদের মাঝে প্রায়ই দায়িত্ববোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এ ধরনের যুক্তি দিয়ে থাকেন। এ ধরনের যুক্তিগুলো প্রকৃতির প্রতি ধ্বংসাত্মক এবং শোষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে ব্যবহৃত হয়। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিই উত্থাপন করতে পারি, আমাদের শুধু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যর দিকে মনোযোগী হতে হবে। আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষের সত্যিকার অর্থে কি প্রয়োজন, দায়িত্বশীলতার সাথে কিভাবে সম্পদের ব্যবহার করা যায় এবং মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য কি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকারের ভিত্তি

যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে অনেকে উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি প্রদান করার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে আমি নৈতিকতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা- উপযোগবাদী/পরিণতিমূলক ধারা (Utilitarianism/ Consequentialist Tradition) এবং অধিকারভিত্তিক ধারা (Right based Tradition) থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকারের যৌক্তিকতা আলোচনা করবো।

উপযোগবাদী/পরিণতিমূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার (Rights of Future Generations Based on Utilitarian/Consequentialist Theory)

সাধারণভাবে উপযোগবাদ নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে কোন কাজের ফলাফলের প্রতি গুরুত্ব দেয়। একটি কাজ যত বেশি সুখ প্রদান করে সেই কাজ তত ভালো। আমাদের নৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ সুখ উৎপাদন করা এবং যতটুকু সম্ভব দুঃখ-কষ্ট কমানোর চেষ্টা করা। সুতরাং উপযোগবাদ অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যতটুকু সম্ভব সুখ বৃদ্ধি করা এবং দুঃখ হ্রাস করার দায়বদ্ধতা রয়েছে। কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

স্বার্থকে সংরক্ষণ না করলে সর্বোচ্চ সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা আমাদের নীতির পরিবর্তন না করি তাহলে যে হারে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে তাতে অল্প সময়ের মধ্যেই এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা যায়, আমরা সোনার ডিমের পরিবর্তে সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকেই খেয়ে ফেলছি। অর্থনীতির ভাষায়ঃ আমরা মুনাফার পরিবর্তে আমাদের মূলধনকে ধ্বংস করছি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিনিয়োগকে ধ্বংস না করে লভ্যাংশকে যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ যেহেতু অনিশ্চিত তাই তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা (discounting future) করা যায় এবং বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থ সবসময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে উপেক্ষা করার মানসিকতা ইংরেজ দার্শনিক জেরেমী বেনথামের ধ্রুপদী উপযোগবাদী মতবাদে গ্রথিত। তিনি মনে করেন নিশ্চিত এবং বর্তমান সুখ অনিশ্চিত এবং দূরবর্তী সুখের চেয়ে মূল্যবান। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে ছাড় দেয়ার অর্থ হলো বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করার জন্য এই মতবাদের ব্যবহার করা হয়। সমকালীন অর্থনীতিবিদগণ প্রায়শই যুক্তি দেন যে, বর্তমানে এক লাখ টাকার মূল্য ভবিষ্যৎ এক লাখ টাকার মূল্যের চেয়ে বেশি কারণ বর্তমান সময়ে এই এক লাখ টাকাকে বিনিয়োগ করা হলে এ থেকে মুনাফা লাভ করা যাবে। এ ধরনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সরকারি এবং পরিবেশগত নীতিমালা (policy) প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ করে বর্তমান প্রজন্মকে সর্বোচ্চভাবে লাভবান করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে ছাড় দিতে উৎসাহিত করে। তারা মনে করেন যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।

আমেরিকান দার্শনিক ম্যারি উইলিয়ামস তীব্রভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে ছাড় দেয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি উপযোগবাদী মতবাদের উপর ভিত্তি করেই এর বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষায় সুখবৃদ্ধির নীতিটি (maximal principle)[৬] প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সুখবৃদ্ধির নীতিটি (Maximal principle) গ্রহণ করি, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখকে যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা এবং দুঃখ কমানোর চেষ্টা করা, তাহলে প্রশ্ন উঠে আমরা কি সার্বিক সুখ নাকি গড় সুখ বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবো? সার্বিক এবং গড় সুখের পার্থক্যটি বর্তমান সময়ের সুখের পরিমাপের ক্ষেত্রে বাধা না হলেও যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের সংখ্যা অজানা সেহেতু এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা সার্বিক সুখ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেই তাহলে আমাদেকে অবশ্যই ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে যা পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ দার্শনিক ডেরেক পারফিট (Derek Parfit)

একে প্রতিকূল সিদ্ধান্ত (repugnant conclusion) হিসেবে অভিহিত করেছেন (Jardins, 2013, p. 83)। আমরা ভবিষ্যৎ ব্যক্তি মানুষের সুখকে সার্বিক সুখের জন্য বিসর্জন দিতে বলতে পারি না, যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি বিমূর্ত ধারণা। অসংখ্য মানুষের ভোগান্তির বিনিময়ে সার্বিক সুখ বৃদ্ধি নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয়। এর বিপরীতে গড় সুখ বৃদ্ধির ধারণাটাও অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তে উপনীত করে, কারণ এটি শ্রেণির ধারণাকে বজায় রাখে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরিদ্র্য দেশের জনগণের প্রজননের স্বাধীনতা সীমিত করার কথা বলা হয়। কারণ, উন্নত দেশের জনগণ যাদের জীবন মান উঁচু মানের তাদের জন্ম দেয়া প্রজন্ম যে সুখ বৃদ্ধি করবে তার তুলনায় দরিদ্র্য দেশে বসবাসকারী মানুষ (যাদের মৌলিক অধিকার পূরণ করাটাই কঠিন) এমন এক প্রজন্মকে জন্ম দিবে যারা সুখ বৃদ্ধি করতে পারবেনা। এই যুক্তির ভিত্তিতে প্রজননের স্বাধীনতা সীমিত করাকে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং গড় সুখ বৃদ্ধির নীতিটি সুখ ও সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এভাবে উপযোগবাদী মতবাদের একটি মৌলিক ত্রুটি দৃশ্যমান হয় (Jardins, 2013, p. 82)।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে উপেক্ষা করা বর্তমানে অর্থনৈতিক অর্জনে লাভজনক হিসেবে প্রতীয়মান হলেও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে ছাড় দেওয়ার বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি উত্থাপন করা যায়। প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থকে ক্রমাগত ছাড় দেওয়ার ফলে একটা সময় পর এত বেশি ছাড় দেওয়া হয়ে যাবে যে সম্পূর্ণরূপে তাদের স্বার্থকে অস্বীকার করাটাও সমর্থন যোগ্য মনে হতে পারে। ক্রমাগত ছাড় দেওয়ার ফলে একটা সময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে গণ্যই করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ এটা এক ধরনের শ্রেণিগত ভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে। এক লাখ টাকার বর্তমান এবং ভবিষ্যত মূল্যের পার্থক্য থাকলেও কিছু বিষয়, যেমন সুস্বাস্থ্য কিংবা দূষণমুক্ত পরিবেশের মূল্য যদি বৃদ্ধি নাও পায় তাহলেও অন্তত একই ভাবে মূল্যায়িত হবে। অর্থাৎ এগুলোর মূল্য হ্রাস হবে না (Jardins, 2013, p. 82)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের বিষয়টি উপযোগবাদী মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বলা যায় উপযোগবাদী ইউটোপিয়া[৭] একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি করে। উপযোগবাদী মতবাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলবে।

অধিকারের তত্ত্ব অনুসারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার (Rights of Future Generations Based on Right Based Theory)

যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, তাহলে আমাদের আজকের কার্যাবলি ভবিষ্যৎ মানুষের অধিকারকে খর্ব করতে পারে। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, অধিকার হলো এক ধরনের স্বত্ত্ব (entitlement)।

এই স্বত্বাধিকারবলে একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে যেভাবে ঋণ পরিশোধের দাবী করতে পারে ঠিক সেভাবেই স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট আচরণ দাবী করতে পারে। আমেরিকান এমিরেটাস অধ্যাপক জন আর. বোটরাইট (John R. Boatwright) তাঁর *Ethics and the Conduct of Business* গ্রন্থে অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন;

> অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো কারো অনুমতি কিংবা সদিচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী আচরণ করা বা অপরের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আচরণ পাওয়ার প্রত্যাশা করা (Boatright, 2009, p. 58)।

কিছু কিছু অধিকার স্থান, কাল, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ ইতাদির উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার। আবার 'মানুষ' হিসেবে অস্তিত্বশীল হওয়ার ফলেই কিছু অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাসযোগ্য পৃথিবীর অধিকার তেমনই একটি অধিকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবীর অধিকার আমাদের অনুমতি বা সদিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা।

অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যয় দুটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ-অন্যদের দায়িত্ব হলো আমার অধিকার সংরক্ষণ বা সমর্থন করা এবং আমার অধিকার প্রয়োগে হস্তক্ষেপ না করা। যদি আমরা অধিকারকে কোন ব্যক্তি বিশেষের গুণ বলে মনে করি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার আছে এই দাবী করা কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি আমরা অধিকার কিভাবে কাজ করে (function)[৮] সেদিক থেকে চিন্তা করি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর আরোপিত অধিকার অধিকতর যৌক্তিক হয়। অধিকার মূলত কাজ করে কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাপর ব্যক্তির আচরণকে সীমিত করতে। অধিকার ব্যক্তির কতগুলো মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য অন্যের আচরণকে সীমাবদ্ধ করে যা আমি পূর্বেই বলার চেষ্টা করেছি। আমার অধিকার আছে বলার অর্থ হলো অন্যদের দায়িত্ব হলো তাদের আচরণ সীমাবদ্ধ করা।

অধিকারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন নাগরিক অধিকার, আইনি অধিকার, চুক্তিমূলক অধিকার, নৈতিক অধিকার ইত্যাদি। আইনী অধিকার মানুষ নাগরিক হিসেবে কোন দেশ বা স্থানের প্রচলিত আইন অনুযায়ী পেয়ে থাকে। চুক্তিমূলক অধিকারে দুটি পক্ষ কতগুলো শর্তের অধীনে একটি নির্দিষ্ট চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কতিপয় অধিকার প্রাপ্ত হয়। নৈতিক অধিকারের উৎস মানুষের বিবেক এবং সামাজিক চেতনা। আইনী কিংবা চুক্তিমূলক অধিকার ভঙ্গ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু কারো নৈতিক অধিকার খর্ব করলে এর জন্য শাস্তির কোন বিধান নেই। কারণ ব্যক্তি নিজ বিবেক এবং চেতনার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বাধীনভাবে নৈতিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তাই বলে আমরা কারো নৈতিক অধিকার খর্ব করতে পারি না, কারণ কারো নৈতিক অধিকার খর্ব করা তখনই

যৌক্তিক হবে যদি এর কারণে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আমাদের উপর আইনী বা চুক্তিমূলক অধিকার নেই, কারণ তাদের সাথে আমরা একই স্থান এবং একই সময়ে বাস করি না। এমনকি তাদের সাথে আমরা সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করি না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আমাদের উপর যে অধিকার তা হলো নৈতিক অধিকার। আমরা সংজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারি যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রয়েছে। আমাদের চেতনা ও বিবেকবোধ আমাদেরকে সেসকল কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয় যে সকল কার্যাবলির কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কার্যাবলি, সিদ্ধান্ত এবং নীতিনির্ধাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা নৈতিকভাবে দায়ী থাকবো। আমেরিকান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ম্যানুয়েল জি. ভেলাসকুয়েজ তাঁর Business *Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে নৈতিক ভাবে কখন কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় তা আলোচনা করেন এভাবে- কোন কর্তাকে (agent) নৈতিকভাবে কোন কাজের জন্য দায়ী বলা যায় যদি কর্তা স্বাধীনভাবে ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট ঘটায় অর্থাৎ কারণ হয়, এবং চাইলে প্রতিরোধ করতে পারতো, তাহলে সেই কর্তাকে উক্ত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য দায়ী করা যায়। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর বর্তমান প্রজন্ম তাদের কার্যাবলীর প্রভাবের (ভালো কিংবা মন্দ) জন্য দায়বদ্ধ। কারণ, আমরা যা করছি স্বাধীনভাবে করছি। আমরা আমাদের কার্যের ফলাফল সম্পর্কে অবগত এবং ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ কাজ থেকে আমরা ইচ্ছা করলে বিরত থাকতে পারি (Velasquez, 2009, p. 57)।

অধিকারের আরেকটি প্রকারভেদ অনুসারে দুই ধরনের অধিকার রয়েছে। যথাঃ নেতিবাচক অধিকার এবং ইতিবাচক অধিকার। ইতিবাচক অধিকারের অর্থ হলো- স্বত্ত্ব কায়েম করতে বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া, অর্থাৎ অন্য কারো হস্তক্ষেপ না করা। ইতিবাচক অধিকার হলো- অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার প্রয়োগে অন্যদের যাবতীয় সহযোগিতা পাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নেতিবাচক অধিকার রয়েছে এ অর্থে যে, তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন যেন আমাদের কার্যাবলির কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। অপরদিকে ইতিবাচক অধিকার রয়েছে এ অর্থে যে, আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তাদের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার জন্য কাজ করা। অন্তঃতপক্ষে আমরা যে পৃথিবী পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি তার চেয়ে যেন কম বাসযোগ্য না হয়।

জুয়েল ফিনবার্গ (Joel Feinberg) 'The Rights of Animals and Unborn Generations' প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বর্তমান প্রজন্মের উপর অধিকারের কথা বলেন। জুয়েল ফিনবার্গের মতে;

> ...the sort of beings who can have rights are precisely those who have (or can have) interests. I have come to this tentative conclusion for two reasons: (1) because a right holder must be capable of being represented and it is impossible to represent a being that has no interests, and (2) because a right holder must be capable of being a beneficiary in his own person, and a being without interests is a being that is incapable of being harmed or benefited, having no good or 'sake' of its own. Thus, a being without interests has no 'behalf to act in, and no 'sake' to act for (Feinberg, 1981, p. 144)।

ফিনবার্গের মতে, অধিকারপ্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্তি অধিকারের দাবীদার তাকে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং কোন সত্তা নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে না যদি তার কোন স্বার্থ না থাকে। অধিকারপ্রাপ্তকে অবশ্যই নিজের জন্য উপকৃত হতে হবে এবং স্বার্থ ছাড়া উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যার কোন স্বার্থ নেই তার পক্ষে কিংবা তার জন্য কাজ করার কোন অর্থ নেই। তিনি দাবী করেন যে, বর্তমান প্রজন্মের উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রয়েছে এবং বর্তমান প্রজন্মের উপর দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি তাঁর "স্বার্থের নীতি" (Interest principle)[৯] এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি দূষণমুক্ত বাসযোগ্য পৃথিবীর নৈতিক অধিকার রয়েছে যেখানে তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে।

আর্নেস্ট পেট্রিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় অধিকারকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ সক্রিয় অধিকার এবং নিষ্ক্রিয় অধিকার। সক্রিয় অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ের জন্য সরাসরি দাবী করে। নিষ্ক্রিয় অধিকার হলো ব্যক্তির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কোন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকার। অন্য কথায় বলতে গেলে, সক্রিয় অধিকার ব্যক্তিগত অধিকার যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাবী করতে হয়। নিষ্ক্রিয় অধিকার ব্যক্তিগত নয় এবং এ ধরনের অধিকার আবশ্যক ভাবে কোন ব্যক্তি বা তার মুখপাত্রকে দাবী করতে হয় না। এধরনের অধিকার প্রাপ্তির জন্য শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়। নিষ্ক্রিয় অধিকার অস্তিত্বশীল হওয়ার আগেই প্রযোজ্য হতে পারে। পেট্রিজের মতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হয়তো সক্রিয় অধিকার নেই কারণ তাদের কোন মূর্ত উপস্থিতি নেই কিন্তু নিষ্ক্রিয় অধিকার রয়েছে (Patridge, 2001, p. 382)। বর্তমানে দাবী করার মতো কেউ উপস্থিত না থাকলেও কিছু অধিকার থাকতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখপাত্র হয়ে কেউ অধিকার দাবী না করলেও তাদের অধিকার

রয়েছে এবং তাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিছু অধিকার অস্তিত্বশীল হওয়া কিংবা সময়ের উপর নির্ভর করে না। এমন কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো অস্তিত্বশীল হওয়ার আগেই ভঙ্গ হতে পারে। আমাদের শুধু এটা গ্রহণ করতে হবে যে, আমাদের বর্তমান কার্যাবলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারকে খর্ব করতে পারে এবং আমরা যদি তাদের অধিকার খর্ব করতে না চাই তাহলে কিছু কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমেরিকান লেখিকা এবং দার্শনিক মেরি এন ওয়ারেন (Mary Anne Warren) 'Do Potential People Have Moral Rights' প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বশীল হওয়ার অধিকার রয়েছে। তিনি মনে করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার বর্তমানে তাদের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না, সম্ভাব্য ব্যক্তি হিসেবে আমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আমাদের উপরই বর্তায়। 'সম্ভাব্য ব্যক্তি'[১০] বলতে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন মত দিতে পারেন। তবে সংকীর্ণ অর্থে, সম্ভাব্য ব্যক্তি বলতে এমন সত্তাকে বুঝায় যা এখনো অস্তিত্বশীল নয় তবে নির্দিষ্ট জৈবিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম। এধরনের সম্ভাব্য ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা তার নৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তিনি এখনো অস্তিত্বশীল নয় তবে 'ভবিষ্যতে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল হবে' (actual but future people) এবং 'অস্তিত্বশীল হতে পারতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল নয়' (present but merely potential people) এর মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, অস্তিত্বশীল হতে সক্ষম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল নয় এমন মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করা অযৌক্তিক। কারণ এরূপ মানুষের সংখ্যা অসীম। সেই সকল সত্তার নৈতিক অধিকার রয়েছে যাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ ও দুঃখের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাঁর মতে;

> People have moral rights not because of such accidental properties such as age, race, sex, or the historic period in which they exist, but because they are sentient, self-aware beings with needs and desires (Warren, 1978, p. 29)।

মানুষের নৈতিক অধিকার দৈব বৈশিষ্ট্য, যেমন বয়স, জাতি, লিঙ্গ কিংবা ঐতিহাসিক সময়, যে সময়ে তারা অস্তিত্বশীল তার কারণে নয় বরং এ কারণে যে মানুষের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা আছে, তারা সংবেদনশীল এবং আত্মসচেতন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুপস্থিতিতে তাদের অধিকার সংরক্ষণে বর্তমান প্রজন্মের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কী? আমরা বর্তমান সময়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখপাত্র

হিসেবে বা অভিভাবক হিসেবে তাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করবো। কারণ তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি উপভোগ করবে কিংবা তাদের চাহিদা কি হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের কাছ থেকে তারা কেমন পৃথিবী পাবে তার উপর। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা অভিভাবকস্বরূপ যে ধরনের দায়িত্ব পালন করে, আমরাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষেত্রে সেধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারি। পিতামাতা হিসেবে দায়িত্বপালনের গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় হলো- প্রথমতঃ সন্তানের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো। দ্বিতীয়তঃ সন্তানের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সঠিকভাবে আকার দেয়া ও বিকাশ ঘটানো যেন তারা যা চায় তাই পাওয়ার আশা না করে বরং তাই চায় যা ভালো এবং যথাযথ। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন মানুষ হবে তা তত্ত্বাবধায়ন করতে পারি। অন্ততঃতপক্ষে, তারা কি ধরনের জীবন যাপন করবে এবং কেমন মানুষ হবে সে বিষয়ে চিন্তা করে নীতিনির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি। আমরা সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে পারি যেন তারা তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর সমান সুযোগ পায় (Jardins, 2013, p. 86)।

কারো প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো যতটা সম্ভব তার বাস্তবতা ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা। অন্যদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার অর্থ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, তার অবস্থানে আমি থাকলে কি করতাম তার পরিবর্তে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। আমেরিকান নারীবাদী দার্শনিক নেল নডিংসের মতে,[১১] যখন আমরা কোন জীবন্ত জিনিসের প্রতি যত্নশীল হবো তখন আমাদের অবশ্যই তাদের প্রকৃতি, জীবধারণের উপায়, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব। এবং হয়তো আমরা সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হব না তথাপি আমাদের চেষ্টা করতে হবে অন্যদের বাস্তবতা অনুধাবন করার। সুতরাং আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যত্নশীল হতে পারি কি না বলার অর্থ হলো তাদের দৃষ্টিতে আমরা পৃথিবীকে অবলোকন করতে পারি কি না। অনেকেই যুক্তি দিতে পারেন যে, আমরা শুধু তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম এবং তাদেরই যত্ন নিতে পারি যারা বাস্তবে অস্তিত্বশীল। যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাস্তব নয় তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে আমরা অক্ষম। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে আমাদের কাছ থেকে তারা যে পৃথিবী পাবে (inherit) তার উপর নির্ভর করে। আমরা আগে থেকে জানতে পারি না যে তাদের স্বার্থ ও চাহিদা কি হবে। কিন্তু যদি আমরা এগুলো জানতে না পারি তাহলে তাদের এই পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝতে পারবো না। এ কারণে তাদের স্বার্থ ও আকাক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া অসম্ভব মনে হতে পারে। আমরা তাদের প্রতি যত্নশীল হতে পারি না কারণ আমরা জানি না তাদের জন্য কি মূল্যবান হবে। এই আপত্তি সঠিক যে ভবিষ্যতের মানুষ যা জানে না তার অভাব বোধ করবে না বা আকাঙ্ক্ষা করবে না। কিন্তু কতগুলো মৌলিক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আমরা

অবশ্যই অনুধাবন করতে পারি। আমরা বিরানভূমি বা বিরল প্রজাতি এ জন্য সংরক্ষণ করি না যে আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলোর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার অনুপ্রেরণা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটা নির্ভর করে, আমাদের এই অবধারণের উপর যে, যে জীবনে এগুলোকে জানার এবং আকাঙ্ক্ষা করার সম্ভাব্যতা রয়েছে তা যে জীবনে এগুলোকে ছাড়া বেঁচে থাকতে হয় তার চেয়ে অধিক অর্থপূর্ণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন 'আমাদের চেয়ে মানবেতর/নিকৃষ্ট /খারাপ জীবন যাপন না করে' - এটাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে। আমাদের দায়িত্ব তাদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়া, তারা তা ব্যবহার করুক বা না করুক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা বা পছন্দের জিনিসকে তাদের বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সব পিতামাতাই চেষ্টা করে সন্তানের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার, তা তাদের কাজে আসুক বা না আসুক কিংবা তারা তা ব্যবহার করুক বা না করুক। এভাবে এ যুক্তিকে খণ্ডন করা যায়। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যত্নশীল হওয়া অর্থপূর্ণ (Jardins, 2014, p. 88)।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার জন্য- প্রথমত, আমাদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। অনেক কম কিংবা অনেক বেশি জনসংখ্যা কোনটাই কাম্য নয়। অনেক কম হলে মানবপ্রজাতির অস্তিত্ব একসময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, অধিক জনসংখ্যার ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি তা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও মুখোমুখি হতে না হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্তঃতপক্ষে যতটুকু সম্ভব কমানোর চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়তঃ পরিবেশগত অন্যায্যতা যেগুলো বর্তমান প্রজন্মে বিদ্যমান তা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভোগ করতে না হয়। চতুর্থতঃ আমাদের মূলতঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নেতিবাচক দায়িত্ব রয়েছে। হয়তো আমরা তাদের জীবন মান উন্নত করার মতো অবস্থায় নেই, কিন্তু আমরা পরিবেশকে অসহনীয় এবং জীবনযাপনের অযোগ্য করে রেখে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি। আবার যেহেতু আমাদের টেকসই কর্মপন্থা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেহেতু শুধু নেতিবাচক দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের জীবন যাত্রার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা (Attfield, 2006, p. 104)। ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ প্রদান করা নয়, আমাদের দায়িত্ব হলো সমান এবং ন্যায্য সুযোগ প্রদান করা।

ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর জন্য অন্তঃতপক্ষে আমাদের মতো স্বাস্থ্যকর, সুখী এবং সন্তোষজনক জীবন যাপনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার জন্য কতিপয় আবশ্যক পদক্ষেপ

পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করতে হলে কতগুলো আবশ্যিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর আমাদের অতিনির্ভরতা এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটের মুখোমুখি করবে। আর তাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো বিকল্প জ্বালানীর উৎসের বিকাশের জন্য আন্তরিক ও উদ্যমী প্রচেষ্টা করা। অবহেলার কারণে আমরা এটা করতে ব্যর্থ হলে তা হবে অপরাধের সমতুল্য (Jardins, 2013, p.85)।

২। বর্তমানে যে হারে প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ হচ্ছে সেই হারে চলতে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অন্যান্য অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেকারণে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হবে (Jardins, 2013, p.85)।

৩। যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও দূষণমুক্ত রয়েছে সেগুলোকে দূষণ মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্ততঃপক্ষে, পূর্ব প্রজন্ম থেকে যে অবস্থায় পেয়েছিলাম তার চেয়ে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় না হলেও খারাপ অবস্থা যেন না হয়।

৪। সর্বজনীন সম্পদ, যা আমরা পূর্বজনদের কাছ থেকে পেয়েছি সেগুলোতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অংশ নিশ্চিত করতে হবে। কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনও চায়নি যে মধ্যবর্তী কোন প্রজন্ম দ্বারা ধারাবাহিকতার চর্চাটায় কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হোক। বরং চলমান রাখাটাই শ্রেয়।

৫। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম যেভাবে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে এনেছেন, আমাদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই পৃথিবীতে আনা। কারণ এটাকে বন্ধ করাটা নৈতিকভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করে, যা এই একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যকার ন্যায্যতার বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার হলো নৈতিক অধিকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি একটি বৈশ্বিক বিষয় যেটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি অধিকারের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে এ সংক্রান্ত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং করছে।

তারা বিভিন্ন কনফারেন্সের আয়োজন করছে এবং ফোরাম গঠন করেছে। ১৯৭২ সালের ১৬ নভেম্বর UNESCO এর সাধারণ সম্মেলনে "Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage" গৃহীত হয়। ১৯৯০ সাল থেকে জাতিসংঘ সাধারণ সভায় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু সুরক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালের জুন মাসে রিও ঘোষণাতে বলা হয়েছে ঃ

উন্নয়নের অধিকার এমনভাবে পুরণ করতে হবে, তা যেন অবশ্যই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নগত ও পরিবেশগত অভাব সমানভাবে পূরণ করে। ("The Rio Declaration on Environment and Development")

১৯৯৭ সালের ২১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত UNESCO সাধারণ সম্মেলনের তিনটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

অনুচ্ছেদ ১ ঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন ও স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা নিশ্চিত করা বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন এক পৃথিবী হস্তান্তর করা যা মানুষের কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। প্রত্যেক প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে অস্থায়ীভাবে এই পৃথিবীকে পেয়ে থাকে যাদের দায়িত্ব হলো প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন নেওয়া এবং নিশ্চিত করা যে, বাস্তুতন্ত্রের এমন কোন ক্ষতি করবে না যা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি কোনো ভাবেই পৃথিবীতে জীবনের ক্ষতি ডেকে আনবে না।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র থেকে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করতে বর্তমান প্রজন্ম পরিপোষক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাবে এবং জীবনের শর্তসমূহ, বিশেষ করে পরিবেশের গুণগত মান ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করবে।

আমাদের কার্যাবলির ফলাফল ব্যতীত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের কার্যাবলির পটভূমি, কারণ, কিংবা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা উপস্থিত থাকব না। তাই আমাদের এমনভাবে কাজ এবং আচরণ করা উচিত যেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের প্রতি আমাদের চিন্তা এবং যত্ন প্রকাশ পায় যা আমাদেরকে দায়িত্বশীল প্রজন্ম হিসেবে তাদের কাছে উপস্থাপন করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আজকের দিনে আমরা যে পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি তা অনেকাংশে পূর্ববর্তী প্রজন্মের কার্যাবলি এবং পছন্দের ফলাফল। আমাদের পূর্বজনদের অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা কিভাবে প্রতিভাত হবো সেই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদেরকে অবশ্যই পূর্বজনদের ভুলকে পুনরায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন

আমাদেরকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে আমাদের নিয়ে গর্ববোধ করে সেজন্য কাজ করে যেতে হবে।

উপসংহার

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন হবে, এমনকি তারা অস্তিত্বশীল হবে কিনা সেটাও আমরা এখন যে সিদ্ধান্ত নিবো তার উপর নির্ভর করে। তাই যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিংবা নীতিনির্ধারণ করার আগে আমাদেরকে অনেক বেশি সচেতন এবং নৈতিক হতে হবে। একটি বাসযোগ্য পৃথিবী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধিকার। আমরা নিশ্চিতভাবেই এটা জানি যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অস্তিত্বশীল হবে এবং পৃথিবীর বুকে আমরাই শেষ মানব প্রজন্ম নই। তাই এই পৃথিবীর যাবতীয় সকল কিছুর উপর আমাদের একক অধিকারের কথা বলা অযৌক্তিকই শুধু নয় এমন দাবী করা অনৈতিকও বটে। যদিও বর্তমানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ উপস্থিত নেই তাদের অধিকার দাবী করার জন্য তথাপি তাদের অধিকার অবহেলা করার সুযোগ নেই। কারণ মানুষের কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো স্থান এবং কালকে অতিক্রম করে যায়। তাছাড়াও, তাদের মুখপাত্র স্বরূপ অনেকেই এগিয়ে এসেছেন তাদের অধিকার রক্ষায়। ভবিষ্যতে কারা অস্তিত্বশীল হবে সে বিষয়টি আমাদের ভাবনার বিষয় নয়, আমাদের মনোযোগী হতে হবে আমাদের কার্যক্রম এবং নীতিনির্ধারণের ফলে তাদের উপর কি প্রভাব পরবে সেদিকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব- তাদের জীবনধারণে যেন আমরা আমাদের কার্যাবলির মাধ্যমে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি না করি এবং আমাদের নীতিনির্ধারণ কিংবা কোন কর্মকাণ্ডের জন্য তারা যেন কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যে সকল অধিকার ভোগ করেছি আমাদের কর্তব্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই সকল অধিকার সংরক্ষণ করা। যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জায়গায় আমরা বর্তমান প্রজন্ম হতাম তাহলে তাদের কাছ থেকে আমরা যেরূপ পৃথিবী আশা করতাম ভবিষ্যৎ প্রজন্মও আমাদের কাছে সেরূপ পৃথিবী প্রত্যাশা করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা অনেকাংশেই অনুমান করতে পারি, তাই আমাদের কাজের ফলাফল কি হবে তাও অনুমান করতে পারি। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার নিশ্চয়তা না দিতে পারলেও আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবো। আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি। আমাদের নীতিগুলোর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রয়েছে। সেকারণে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোর প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমাদের পুর্বপুরুষদের চেয়ে বেশি। পূর্বজনদের কাছে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য আমরা ঋণী এবং ভবিষ্যতকে গঠন করার মতো প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও আমাদের রয়েছে। আমাদের

আগের প্রজন্মগুলো শুধু তাদের অব্যবহিত প্রজন্মের জন্যই সম্পদ সংরক্ষণ করেন নি, দূরবর্তী প্রজন্মের জন্যও করেছেন। যদি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে না পারি এবং একটি যথার্থ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে বর্তমান সমস্যাগুলোর ও প্রকৃত সমাধান আসবে না।

আমাদের চাহিদা, পছন্দ, প্রয়োজন ইত্যাদির পেছনে পূর্ববর্তী প্রজন্মের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন (তাদের পছন্দ, চাহিদা, প্রয়োজন ইত্যাদি) হবে তার জন্য আমরাই দায়ী থাকবো। আমাদের চাহিদা, চিন্তাভাবনার প্রকৃতি পূর্বজনদের অবদান। আমরা যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মও আমাদের সেভাবে স্মরণ করবে যদি আমরা তাদের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারি। কিন্তু যদি আমরা পরিবেশকে ধ্বংস করি, প্রাকৃতিক সম্পদকে নিঃশেষ করে ফেলি তাহলে তারা কখনো আমাদেরকে ক্ষমা করবে না আর সেটা কাম্যও নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সদস্যদের অস্তিত্ব সংক্রান্ত আমাদের ধারণাসমূহ অস্পষ্ট যুক্তি দেখিয়ে অনেকেই তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা চালান বলে জুয়েল ফিনবার্গ তাঁর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'The Rights of Animals and Unborn Generations' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

২. আর্নেস্ট প্যাট্রিজ তাঁর 'Future Generations' প্রবন্ধে জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কতগুলো মৌলিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন যা আমরা কোনভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারিনা।

৩. Robin Arfield তাঁর *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century* গ্রন্থের ১০৮নং পৃষ্ঠায় জন পাসমোরের 'chain argument' কে Superfluous বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. জন পাসমোর *Man's responsibility for Nature* গ্রন্থের ৮৭-৯৯ পৃষ্ঠায় 'chain of obligation' আলোচনা করেছেন।

৫. মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদ সংক্রান্ত আলোচনা জারডিন্সের *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy* গ্রন্থের 86-87 পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

৬. Maximal Principle এর আলোচনাটি ম্যারি উইলিয়ামস 'Discounting versus Maximum Sustainable Yield' প্রবন্ধের ১৬৯-১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭. Ronald M.Green তাঁর 'Intergenerational Distributive Justice and Environmental Responsibility' প্রবন্ধে উপযোগবাদের সমালোচনায় Utilitarian Utopia প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন।

৮. জার্ডিন্স 'অধিকার' (Right) প্রত্যয়টিকে যদি 'Function' হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারের স্বপক্ষে অধিক যৌক্তিক ভাবে প্রযোজ্য হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

৯. জুয়েল ফিনবার্গ 'The Rights of Animals and Unborn Generations' প্রবন্ধে 'Interest Principle' এর বিস্তারিত আলোচনার করে দেখিয়েছেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রয়েছে।

১০. Anne Warren 'Do Potential People Have Moral Rights' প্রবন্ধে সম্ভাব্য ব্যক্তি বলতে কি বুঝায় এ সংক্রান্ত আলোচনায় সংকীর্ণ ও বৃহৎ অর্থে সম্ভাব্য ব্যক্তির ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

১১. Nel Noddings তাঁর *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education* গ্রন্থের ১৬নং পৃষ্ঠায় কারো প্রতি যত্ন নেয়া বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

Anne, Warren, Mary. (1982). Future Generation. in Regan, Tom and VanDeVeer. Donald (ed.) *Justice for All CB (Philosophy and Society).* New Jersey: Rowman and Allanheld

Attfield, Robin. (2014). *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty First Century.* 2nd edn. Reprinted in Cambridge: Polity Press

Attfield, Robin. (2023). *Applied Ethics : An Introduction*. Cambridge : Polity Press.

Boatright, John R.. (2009). *Ethics and the Conduct of Business*. 6th edn. Indianapolis: Pearson edu.Inc.

Baier, Annette. (1984). For The Sake of Future Generations. in Regan, Tom(ed.). *Earthbound: New Introductory Essays in Environmental Ethics*. New York: Random House

Ehrlich, Anne., Ehrlich, Paul. (1968). *The Population Bomb.* UK: Sierra Club/ Ballantine Books

Feinberg, Joel. (1981). The Rights of Animals and Unborn Generations, in Patridge, Ernest. (ed.) *Responsibilities to Future Generations: Environmental Ethics.* New York: Prometheus Books

Garvey, J. (2011). *The Ethics of Climate Change Right and Wrong in a Worming World.* Reprinted New York. Continuum International Pub.

Green, Ronald. M. (1981). Intergenerational Distributive Justice and Environmental Responsibility. in Patridge, Earnest. (ed.) Responsibilities to Future Generations: Environmental Ethics. New York: Prometheus Books

Gosseries, A., Meyer, L. (Eds.). (2011). *Intergenerational Justice : Rights and responsibilities in an Unjust Worlds.* UK: Oxford University Press.

Kavka, Gregory. (1978). The Futurity Problem. in Barry, B.,Sikora, R. I., Sikora, Richard. (eds.) *Obligation to Future Generations.* Philadelphia: Temple University Press

Jardins, Joseph R.D.. (2013). *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. 5th edn. Wadsworth: Clark Baxter

Williams, Mary B.. (1978). Discounting versus Maximum Sustainable Yield. in Barry, B. Sikora, R. I., Sikora, Richard. (eds.) *Obligation to Future Generations*. Philadelphia: Temple University Press

Nasr, Seyyed, Hossein. (1996). *Religion and the Order of Nature.* Oxford: Oxford University Press.

Noddings, Nel. (1984). *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education.* Berkeley: University of California Press

Partridge, Ernest. (2001). Future Generations. in *A Companion to Environmental Philosophy*. Dale Jamieson (ed.). Malden: Blackwell Publishers

Passmore, John. (1980). *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Traditions*. 2nd edn.. London: Duckworth

Parfit, Derek. (1976). On Doing the Best for Our Children, in Bayles (ed.). *Ethics and Population Policy*. Uk: Schenkman Pub. co.

Routley, Richard and Routley, V. (1981). Nuclear Energy and Obligations to the Future. in Partridge, Ernest(ed.). *Responsibility to Future Generations: Environmental Ethics.* New York: Prometheus Books

Schwartz, Thomas. (1978). Obligations to Posterity in Barry, B., Sikora, R. I. Sikora, Richard. (eds.). *Obligations to Future Generations*. Philadelphia: Temple University Press

Scheffler, S., (2018). *Why Worry About Future Generations*? Oxford : Oxford University Press.

Uddin, Jasim.(2004). Interconnectedness as the Basis of Environmental Ethics. Unpublished PhD Thesis

Velasquez, Manuel G. (2009). *Business Ethics: Concepts and Cases*. 6th edn. Indiana: Pearson edu.Inc.

Winter, Christine J., (2021). *Subjects of International Justice : Indigenous Philosophy, the Environment and Relationships.* London : Routledge Pub.

খানম, রাশিদা আখতার। (২০০৯)। *পরিবেশ নীতিবিদ্যা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ)। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।